গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা
www.mofood.gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০৬.২০১৫-৬৪৭(২৫)

তারিখঃ ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ / ১৩ জুন ২০১৬

বিষয়ঃ অভ্যন্তরীণ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

২৯-০৫-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর Soft কপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশিষ্ট সকলের e-mail এ প্রেরণসহ এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটঃ www.mofood.gov.bd তে Upload করা হয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং পেন্ডিং বিষয় নিষ্পত্তিকরণের জন্য 'ছক' অনুযায়ী তালিকাসহ আগামী ২০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণিতমতে।

১৩/৬/২০১৬

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ)
ফোনঃ ৯৫৪০১২১
ই-মেইলঃ dscoordination@mofood.gov.bd

বিতরণঃ কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়ঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন),খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৩। মহা-পরিচালক,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৪। যুগ্ম-সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
৫। মহা-পরিচালক,এফপিএমইউ,খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত মহা-পরিচালক,খাদ্য অধিদপ্তর।
৭। আইন উপদেষ্টা,খাদ্য অধিদপ্তর। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
৮। পরিচালক (প্রশাসন /সববি/সংগ্রহ/চসসা/আইডিটিএস/হিসাব ও অর্থ/প্রশিক্ষণ), খাদ্য অধিদপ্তর।
৯। উপ-সচিব (সকল)/ উপ-প্রধান (পরিকল্পনা কোষ), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১০। পরিচালক (খানিপু/ উৎপাদন/ নীতি/ বাজার), এফপিএমইউ, খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১২। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১৩। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা।
১৪। সচিবের একান্ত সচিব,খাদ্য মন্ত্রণালয়। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।
১৫। সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৬। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়,১৬,আব্দুল গণি রোড,ঢাকা।
১৭। সিষ্টেম এনালিষ্ট, খাদ্য অধিদপ্তর।
১৮। অতিরিক্ত পরিচালক (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা), খাদ্য অধিদপ্তর।
১৯। সহকারী প্রকৌশলী (পরিকল্পনা কোষ),খাদ্য মন্ত্রণালয়।
২০। বাজেট অফিসার,খাদ্য মন্ত্রণালয়।
২১। প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয়। ২৯.০৫.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো। সংযুক্ত কার্যবিবরণী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

মে/ ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ — এ. এম. বদরুদ্দোজা
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

সভার স্থানঃ — মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সভার তারিখ ও সময়ঃ — ২৯.০৫.২০১৬ খ্রিঃ সকাল ১০-৩০ মিনিট

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হলো।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় ঐ কার্যবিবরণী দৃঢ় করা হয়। অতঃপর সভার বিজ্ঞপ্তিতে সন্নিবেশিত এজেন্ডা এবং এপ্রিল, ২০১৬ মাসের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

২। আলোচনা

বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১. অভ্যন্তরীন খাদ্য শস্য সংগ্রহ	(ক) বোরো সংগ্রহ-২০১৬ সভায় আলোচনা হয় যে, সরকার এবার প্রথম বারের মত চাল অপেক্ষা ধান সংগ্রহের সর্বোচ্চ পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে । FPMC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধান সংগ্রহের লক্ষমাত্রা ৭ (সাত) লাখ মেট্রিক টন এবং চাল ৬ (ছয়) লাখ মেট্রিক টন। কৃষকগণকে উৎসাহ মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি কেজি ধানের সংগ্রহ মূল্য ২৩ টাকা এবং প্রতি কেজি চালের সংগ্রহমূল্য ৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকৃত কৃষককের ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জারিকৃত Innovative গাইড লাইন মাঠ-পযায়ে কর্মরত খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ যথাযথভাবে অনুসরণ করছেন কিনা তা মনিটরিং নিশ্চিত করার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, এ যাবৎ সারাদেশে প্রায় ১০ হাজার মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, তিনি দেশের কয়েকটি বিভাগের অনেক জেলা, উপজেলা ও ক্রয় কেন্দ্র সফর করেছেন। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রস্তুত ধান ক্রয়ের জন্য। কিন্তু আর্দ্রতা বেশি থাকায় এবং সরকারি গুদাম	(১) প্রকৃত কৃষককের ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জারিকৃত Innovative গাইড লাইন যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। (২) জুন, ২০১৬ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে মিলারগণকে গুদামে চাল সরবরাহের শর্তে সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর

	চত্বরে ধান শুকানোর মত চাতাল না থাকায় ধান শুকানোর সুর্যোগ সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে কৃষকগণ পর্যাপ্ত শুকনা ধান বিক্রয়ের জন্য নিয়ে আসতে পারছেন না। এছাড়া, ধান ভাংগানোর জন্য মিলিং কমিশন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন। সচিব আশ্বস্থ করেন যে, ধান মিলিং এর জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের প্রস্তাব ইতোমধ্যে অনুমোদন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে তদারকি কর্মকর্তা গঠন করা হয়েছে। তদারকি কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনে গেলে ধান/ চাল ক্রয় কিছুটা বিঘ্নিত হয় উল্লেখ করে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান যে, কৃষকের ধানের মূল্য প্রাপ্তি তথা বাজারে ধানের মূল্য বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গুদামে চাল সরবরাহ বিলম্বিতকরণের শর্তে উপজেলা পর্যায়ে চালের লক্ষ্যমাত্রা বিভাজন করা যেতে পারে। চালের বিভাজন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে আগামী জুন, ২০১৬ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বিভাজন প্রদান এবং জুনের শেষ সপ্তাহ হতে মিলারগণকে সরকারি গুদামে চাল সরবরাহের সুর্যোগ দেয়া যেতে পারে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন। **(খ) অভ্যন্তরীণ গম সংগ্রহ** সভায় জানানো হয় যে, FPMC সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি মৌসুমে (২০১৬) অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ২.০০(দুই) লাখ মেট্রিক টন গম সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৮/০৫/২০১৬ তারিখ পযন্ত সংগ্রহীত গমের পরিমান ১.২২ লাখ মেট্রিক টন । সংগৃহীত গম উন্নতমানের এবং বিনির্দেশ মত। অবশিষ্ট পরিমাণ ৩১ মে, ২০১৬ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না মর্মে সময় বৃদ্ধির জন্য মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর প্রস্তাব করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে ২৫ জুন, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত গম সংগ্রহের সময় বৃদ্ধির জন্য সকলে একমত পোষণ করেন। এছাড়া, গুনগত মান বজায় রেখে গম সংগ্রহ অভিযান সফল করার জন্য সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয় ।	উপজেলা-ওয়ারি বিভাজন করতে হবে। (১) গম সংগ্রহের সময় বৃদ্ধির জন্য খাদ্য অধিদপ্তর প্রস্তাব প্রেরণ করবেন। (২) গুণগতমান বজায় রেখে বর্ধিত সময়ের মধ্যে গম সংগ্রহ অভিযান সফল করতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
২.গম আমদানি	সভায় আলোচনা হয় যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে বাজেট সংস্থান অনুযায়ী গম আমদানির সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৫.৭০ লাখ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আমদানি চুক্তি ও প্রাপ্তির পরিমান বিবেচনায় ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে অবশিষ্ট আমদানির পরিমান ২.৭০ লাখ মেট্রিক টন। ৫০ হাজার মেট্রিক টনের ৩টি টেন্ডারে মোট ১.৫০ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানির কার্যক্রম সম্পন্ন করে কার্যাদেশ দেয়া হলেও বিনির্দেশমত না হওয়ায় এ গম গ্রহণ করা হয়নি। অবশিষ্ট ১.২০ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানির জন্য ৫০ হাজার মেট্রিক টনের ৪র্থ প্যাকেজের দরপত্র পাওয়া গেছে এবং ৫ম প্যাকেজের দরপত্র দাখিল ০৫ জুন, ২০১৬। আগামী অর্থ বছরের চাহিদা বিবেচনা করে বাজেট সংস্থানের অবশিষ্ট	বাজেট সংস্থানের অবশিষ্ট পরিমাণ গম আমদানির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সংগ্রহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়

	পরিমাণ গম আমদানির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।		
৩ খাদ্যশস্য বিলি-বিতরণ	**(ক) ওএমএস খাতে চাল বিক্রয়** সভায় আলোচনা হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে সংশোধিত বাজেটে OMS খাতে বরাদ্দ ৩.০০ লাখ মেট্রিক টন। ১৫.০৫.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বিক্রয়ের পরিমাণ ২.৪৭ লাখ মেট্রিক টন। ১৫.০৫.২০১৬ তারিখ হতে ওএমএস চাল বিক্রয় স্থগিত হওয়ায় সমন্বয় সভার আলোচনায় বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত না করার জন্য সকলে একমত পোষণ করেন।	OMS খাতে চাল বিক্রয় পুনরায় শুরু না হওয়া পর্যন্ত আলোচ্য বিষয়টি স্থগিত থাকবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	(খ) ওএমএস খাতে আটা বিক্রয় সভায় আলোচনা হয় যে, চলতি অর্থবছরে (২০১৫-২০১৬) সংশোধিত বাজেটে ওএমএস আটা খাতে বরাদ্ধকৃত গমের পরিমান ৩ (তিন) লাখ মেট্রিক টন। দেশব্যাপী চুক্তিবদ্ধ ময়দা কলসমূহকে গম বরাদ্ধ করে ফলিত আটা OMS ডিলারের মাধ্যমে সকল মহানগর ও জেলা সদরে বিক্রয় কার্যক্রম অব্যহত আছে। গত ০২.০৪.২০১৬ খ্রি তারিখে গম ও আটার মূল্য (ময়দাকল, ডিলার ও ভোক্তা পর্যায়ে যথাক্রমে ১৪, ১৬ ও ১৭ টাকা পূন:নির্ধারণ করায় OMS খাতে আটা বিক্রয়ের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৫/৫/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত এ খাতে ২.৩১ লাখ মেট্রিক টন গম উত্তোলন করা হয়েছে এবং আনুপাতিক পরিমাণ আটা বিক্রয় করা হয়েছে। আটার বিক্রয় কার্যক্রমের উপর নজরদারি রেখে বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।	আটার বিক্রয় কার্যক্রমের উপর নজরদারি রেখে বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
	(গ) **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ** সভায় আলোচনা হয় যে , খাদ্য মন্ত্রণালয় নিজস্ব কর্মসূচি ব্যতিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিভিন্ন খাতে বাজেট বরাদ্ধ অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ করে থাকে । চলতি অর্থ-বছরে TR খাতে মোট বরাদ্ধ (সংশোধিত) ১ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন, এ যাবৎ ১.৩৭ লাখ মেট্রিক টন চাল, ৫০ হাজার মেট্রিক টন গমের বিপরীতে ২৪.২৭ হাজার মেট্রিক টন গম, কাবিখা খাতে ১ লাখ ৮৫ হাজার মেট্রিক টনের বিপরীতে ১ লাখ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন সরবরাহ করা হয়েছে। VGD খাতে ২ লাখ ২২ হাজার মেট্রিক টন চাল, স্কুলফিডিং খাতে ১২ হাজার ০১৩ মেট্রিক টন গম এবং VGF খাতে ১ লাখ ২২ হাজার ৫৫১ মেট্রিক টন চাল সরবরাহ করা হয়েছে। পাবর্ত্য জেলাসমূহে শান্তকরণ খাতসহ ইপি ও ওপি খাতে বরাদ্ধ অনুযায়ী খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত আছে মর্মে সভায় জানানো হয়। বরাদ্দ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।	বরাদ্দ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সবিবি), খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়

	(ঘ) সুলভ মূল্য কার্ড সভায় আলোচনা হয় যে, সুলভ মূল্য কার্ডের (এফপিসি) বিপরীতে খাদ্যশস্য সরবরাহ স্থগিত আছে। কাবিখাসহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ কমে যাওয়ায় খাদ্যশস্য নিষ্পত্তির বিকল্প কর্মসূচি হিসেবে সুলভ মূল্য কার্ডের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে প্রায় ৫০ লাখ নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠিকে খাদ্য সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর থেকে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	সুলভ মূল্য কার্ডের (এফপিসি) মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (সববি), খাদ্য অধিদপ্তর এবং যুগ্ম-সচিব (সং ও সরঃ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪. খাদ্যশস্যের বাজারমূল্য মনিটরিং	সভায় আলোচনা হয় যে, দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন সন্তোষজনক, বিশেষত: বিগত মৌসুমসমূহে ধানের বাম্পার ফলন হওয়ায় বাজারে চালের সরবরাহে প্রাচুর্য রয়েছে। PFDS খাতসমূহেও নিয়মিত খাদ্যশস্য (গম, চাল ও আটা) সরবরাহ করা হচ্ছে । গম উৎপদানকারী দেশসমূহেও গমের উৎপাদন ভাল হওয়ায় গমের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য স্থিতিশীল। সার্বিকভাবে দেশের বাজারে গড়ে মোটা চালের পাইকারী ও খুচরা বাজার দর প্রতিকেজি যথাক্রমে ২২/-.টাকা থেকে ২৪/- টাকা এবং ২৫/-টাকা থেকে ২৮/- টাকা এবং খোলা আটার দর যথাক্রমে ২৪/-টাকা থেকে ২৬/-টাকা । বর্তমান বাজার দরে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয় । খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।	খাদ্যশস্যের বাজার দর নিয়মিত পর্যবেক্ষণপূর্বক মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর এবং উপ-সচিব (সরবরাহ), খাদ্য মন্ত্রণালয়
৫.গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত	**গুদাম ও অফিস ভবন মেরামত** ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের মেরামত খাতে রাজস্ব বাজেটে বরাদ্ধ প্রায় ২৬ কোটি টাকা । ৬২টি লটে গুদাম মেরামতের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। আওতাধীন গুদামের ধারণ ক্ষমতা ৪০ হাজার মেট্রিক টন। টেন্ডার যাচাই-বাছাই শেষে ঠিকাদারকে NoA প্রদানের মাধ্যমে গুদাম মেরামতের বাস্তব কার্যক্রম শুরু হবে। বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যায় যে, রাজস্ব বাজেটের আওতায় গুদাম ও আনুসংগিক সুবিধাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মেরামত সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সক্ষমতাজনিত সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দেশের ৫টি আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তরে RME (সহকারী প্রকৌশল সমমান) আছেন এবং বৃহত্তর তথা Mother Dist সমূহে ০১ (এক) জন করে RMO (ডিপ্লোমা প্রকৌশলী) আছে। মেরামত খাতে রাজস্ব বাজেটের অর্থ আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভাজনের মাধ্যমে গুদাম ও আনুসাংগিক মেরামতের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে আগামী ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর থেকে একটি নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বাজেটের অর্থ আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভাজন ও গুদাম মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হবে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন।	(১) জুন, ২০১৬ সময়ের মধ্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় গুদাম মেরামত সম্পন্ন করতে হবে। (২) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর থেকে নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক পর্যায়ে অর্থ বিভাজন ও গুদাম মেরামত করতে হবে।	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর

৬. খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষাঃ	**খাদ্য অধিদপ্তরে খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষা** খাদ্য অধিদপ্তর হতে পাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে ,.২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে খাদ্যশস্যের ৪০০টি নমুনা পরীক্ষায় বিপরীতে খাদ্য অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম ও খুলনা ল্যাবরেটরীতে এযাবৎ (মে, ২০১৬ পর্যন্ত) ৩৩৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে । খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সভায় সচিব নির্দেশ প্রদান করেন।	খাদ্যশস্যের নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে	মহাপরিচালক ও পরিচালক (আইডিটিএস), খাদ্য অধিদপ্তর
	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের খাদ্যের মান পরীক্ষা সভায় আলোচনা হয় যে, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাধানে বাজার হতে খাদ্যের নমুনা সংগ্রহপূর্বক Accredited lab এ পরীক্ষা করানো দরকার। বিশেষ করে চলতি ফলের মৌসুমে ও আগত রমজান মাসে দৃশ্যমান কিছু কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা হয়। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি Surveillance ও বৃদ্ধি করা দরকার মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	চলতি ফলের মৌসুমে ও আগত রমজান মাসে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্যক্রম এবং Surveillance বৃদ্ধি করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন (APA)	সভায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের জন্য সম্পাদিত APA বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কার্যক্রম ভিত্তিক যে সকল লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা আছে তা অর্জনের জন্য হাতে মাত্র আর ১(এক) মাস সময় আছে। মন্ত্রণালয়ের অবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যেসমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও মান অর্জনের আর কোন অবকাশ নেই। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যেসমূহের কার্যক্রমে লক্ষ্যমাত্রা তথা মান অর্জনের সুযোগ আছে। আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে APA তে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনা করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সচিব APA সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন। যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট) সভায় জানান যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)'র খসড়া প্রণীত হয়েছে। আবশ্যিক কার্যক্রমের পূর্ববর্তী চুক্তির নির্ধারিত নম্বর ১৭ এর স্থলে এবার ২০ নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে APA প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী APA'র খসড়া প্রণয়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের BMC সভায় সংশোধিত বাজেট এর আলোকে কার্যসমূহ এবং লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। ২৬-৩০ জুন তারিখের মধ্যে APA স্বাক্ষরিত হবে বিধায় মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমসমূহ (আবশ্যিক ও কৌশলগত) সম্পর্কে অবহিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মর্মে মত প্রকাশ করেন। যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট) আরও জানান যে, খাদ্য	**(১)** APA তে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ পর্যালোচনা করে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। (২) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নির্ধারিত কার্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্ব দিতে হবে এবং Score অর্জন করতে হবে।	খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা

	উভয় সংস্থার খসড়া প্রণীত হয়েছে। খসড়া সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের APA অপেক্ষা ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নির্ধারিত কার্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং Score ও বেশী অর্জন করতে হবে।		
৯. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন মনিটরিং অব্যাহত রাখার বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মনিটরিং সিট প্রণয়ন করা হয়। বাস্তবায়নের ভিত্তিতে মনিটরিং সিট নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ কোর্সে 'শুদ্ধাচার' বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে খাদ্য অধিদপ্তরে কিছু প্রশিক্ষণ কোর্সেও 'শুদ্ধাচার' অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকগণের জন্য এফএও সহযোগীতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সেও শুদ্ধাচার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৮.০৪.২০১৬ তারিখে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও মনিটরিং সিট আপডেট করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জন্য খসড়া Work Plan প্রণয়ন করা হবে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সকলকে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করেন।	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সকলকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে	সকল কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়
১০. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় যে, বিষয়ে বর্ণিত কার্যসমূহের মধ্যে (১) পরিবর্তিত ফরম্যাটে সিটিজেন চার্টার প্রণয়নপূর্বক ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে,(২) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ইত্যাদি যথাযথভাবে সম্পন্ন করে নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত আছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত আছে। উপ-সচিব (তদন্ত) সভায় জানান যে, অভিযোগ তদন্ত হয়নি এরুপ সংখ্যা-৬৬। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর জানান যে, ক্রমাগতভাবে অভিযোগ তদন্ত অব্যাহত আছে। সচিব যথাসময়ে তদন্ত সম্পন্ন ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	যথাসময়ে তদন্ত সম্পন্ন ও অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে।	উপ-সচিব (তদন্ত), খাদ্য মন্ত্রণালয়

<table>
<tr>
<td>১১. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি</td>
<td>সভায় আরও জানানো হয় যে, এপ্রিল, ২০১৬ মাসে অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সভা (বরিশালে) সংখ্যা ০১, আলোচিত আপত্তির সংখ্যা ৩২ এবং নিষ্পত্তির সুপারিশ ১৭টি। খসড়া আপত্তির সভা রংপুর বিভাগে ১টি, আলোচিত আপত্তি ২৯ এবং নিষ্পত্তির সুপারিশ ২৬টি। এপ্রিল-মে, ২০১৬ মাসে অনুষ্ঠিত সভা এবং আলোচিত ও সুপারিশকৃত অডিটের সংখ্যা এবং ব্রডসিট জবাবের তথ্য নিম্নে দেখানো হলঃ
অগ্রিম আপত্তিঃ
<table>
<tr><td>আপত্তি</td><td>মার্চ</td><td>এপ্রিল</td></tr>
<tr><td>আপত্তির সংখ্যা</td><td>২৭৪৬</td><td>২৭৮১</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা</td><td>১</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>আলোচিত</td><td>২০</td><td>৩২</td></tr>
<tr><td>নিষ্পত্তির সুপারিশ</td><td>৫</td><td>১৭</td></tr>
<tr><td>ব্রডশীট জবাব</td><td>৩</td><td>০৫</td></tr>
</table>
খসড়া আপত্তিঃ
<table>
<tr><td>আপত্তি</td><td>মার্চ</td><td>এপ্রিল</td></tr>
<tr><td>আপত্তির সংখ্যা</td><td>৭৬৭</td><td>৭৬৭</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা</td><td>-</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>আলোচিত</td><td>-</td><td>২৯</td></tr>
<tr><td>নিষ্পত্তির সুপারিশ</td><td>-</td><td>২৬</td></tr>
<tr><td>ব্রডশীট জবাব</td><td>২</td><td>০৪</td></tr>
</table>
সংকলনভূক্ত আপত্তিঃ
<table>
<tr><td>আপত্তি</td><td>মার্চ</td><td>এপ্রিল</td></tr>
<tr><td>আপত্তির সংখ্যা</td><td>৫৯৫</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ত্রিপক্ষীয় সভা</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ব্রডশীট জবাব</td><td>-</td><td>০১</td></tr>
</table>
অডিট নিষ্পত্তির সভা আয়োজন, আলোচনা ও নিষ্পত্তির সুপারিশ থাকলেও প্রতিমাসে কতটি আপত্তি মিমাংশিত হয়েছে সে তথ্য নেই মর্মে সচিব মন্তব্য করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে পরবর্তী মাস হতে মাস ভিত্তিক অডিট নিষ্পত্তির হিসাব সভায় উপস্থাপন করতে হবে মর্মে সচিব নির্দেশ প্রদান করেন।</td>
<td>(১) পরিকল্পিতভাবে সভা আয়োজনের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত রাখতে হবে

(২) মাস ভিত্তিক অডিট নিষ্পত্তির হিসাব সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td>
<td>যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও অডিট)/(অডিট) খাদ্য মন্ত্রণালয়</td>
</tr>
<tr>
<td>১২. ইন হাউজ প্রশিক্ষণ</td>
<td>খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ইন হাউস প্রশিক্ষণ APA তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জনঘন্টা বিবেচনায় মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে মর্মে সভায় জানানো সভায় জানানো হয়। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরুপঃ</td>
<td>সুপরিকল্পিতভাবে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন করতে হবে।</td>
<td>যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয় ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ), খাদ্য অধিদপ্তর</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>কর্মকর্তা-কর্মচারির শ্রেণী</td><td>কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা</td><td>বার্ষিক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (জনঘন্টা)</td><td>হালনাগাদ অর্জন (জনঘন্টা)</td><td>অর্জনের হার</td></tr>
<tr><td>১ম</td><td>৪২</td><td>৪২০০</td><td>১৮৮৬</td><td>৪৫%</td></tr>
<tr><td>২য়</td><td>১৫</td><td>১৫০০</td><td>৩৯৪</td><td>২৬.২%</td></tr>
<tr><td>৩য়</td><td>২০</td><td>২০০০</td><td>৪০৬</td><td>২০.৩%</td></tr>
<tr><td>৪র্থ</td><td>২০</td><td>২০০০</td><td>১৬৮</td><td>৮.৪%</td></tr>
</table>

সভায় আলোচনা হয় যে, পদোন্নতি ও বদলিজনিত কারণে মে, ২০১৬ মাসে প্রশিক্ষণের সিডিউল অনুসরণ করা যায়নি। এছাড়া, অনিবার্য অনেক কারণে লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা প্রশিক্ষণ কম হয়েছে। সভায় আরও জানানো হয় যে, জুন, ২০১৬ মাসে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রণয়ন ও অনুসরণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান জোরদার করা হবে। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়।
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>১৩. শাখা পরিদর্শন ও শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণ</td>
<td>(ক) শাখা পরিদর্শনঃ সভায় আলোচনা হয় যে, প্রতিমাসে শাখা পরিদর্শনের নিয়ম থাকলেও এপ্রিল, ২০১৬ মাসে শুধুমাত্র অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ব্যতিত আর কোন কর্মকর্তা কোন শাখা পরিদর্শন করেননি। নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রেখে পরিদর্শনকালীন প্রাপ্ত অনিয়ম/ ত্রুটিসমূহ সংশোধনের জন্য নির্দেশ প্রদান করতে হবে মর্মে সভায় নির্দেশ দেয়া হয়।

(খ) শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথি নিষ্পত্তিকরণঃ সভায় আরও জানানো হয় যে, মন্ত্রণালয়ের সকল অধিশাখা/ শাখা হতে সংরক্ষিত নথিসমূহ শ্রেণিবিন্যাস্ত করে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। কিন্তু শ্রেণিবিন্যাসকৃত নথিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর কমিটি গঠিত না হওয়ায় নথি নিষ্পত্তি করা যায়নি। শ্রেণিবিন্যস্ত নথি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিষ্পত্তি তথা বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রত্যেক শাখা প্রধান অধিশাখা ও উইং প্রধানের মাধ্যমে প্রশাসন-১ শাখায় প্রস্তাব পেশ করবেন মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন। প্রশাঃ-১ শাখা প্রধানের নেতৃত্বে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি বিনষ্টযোগ্য নথি চূড়ান্তভাবে বিনষ্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন। সহসা এ কমিটি গঠন করতে হবে।</td>
<td>(ক) নিজ নিজ শাখা পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) প্রত্যেক শাখা প্রধান অধিশাখা ও উইং প্রধানের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ মতামতসহ প্রস্তাব এবং বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রশাঃ-১ অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>যুগ্ম-সচিব (প্রশাঃ-১) ও সকল উইং প্রধান, অধিশাখা ও শাখা প্রধান, খাদ্য মন্ত্রণালয়</td>
</tr>
<tr>
<td>১৪. আইন ও মামলা</td>
<td>রংপুর বিভাগে ১টি নতুন জমি মামলার রায় হয়েছে, সিলেট বিভাগে ১টি পিটিশন মামলা সরকারের বিপক্ষে নিষ্পত্তি হয়েছে, চলমান মামলার সংখ্যা ১,১৬৫টি, মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে আইন উপদেষ্টা সার্বক্ষনিক নিবিড় যোগাযোগ রাখছেন খাদ্য অধিদপ্তরাধীন ৭টি বিভাগের মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি,</td>
<td>মামলা নিষ্পত্তির জন্য সার্বক্ষণিক নিবিড় যোগাযোগ রাখতে হবে।</td>
<td>আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর।</td>
</tr>
</table>

	এপ্রিল-২০১৬ মাসের নিম্নরুপঃ		

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	মামলার সংখ্যা	আলোচ্য মাসে মামলা দায়ের	আলোচ্য মাসে নিস্পত্তি		মন্তব্য
				সরকারের পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে	
১	ঢাকা	৩৩০	০	০	-	সিলেট বিভাগে ১টি সিভিল পিটিশন মামলা সরকারের বিপক্ষে এবং রংপুর বিভাগে ১টি মানি মামলা সরকার পক্ষে রায় হয়েছে
২	বরিশাল	৭৯	-	-	-	
৩	চট্টগ্রাম	২১৬	-	-	-	
৪	খুলনা	১২৫	-	-	-	
৫	রাজশাহী	১৮১	০	-	-	
৬	রংপুর	২০৯	-	১	-	
৭	সিলেট	২৫	-	০	১	
	মোট মামলা	১১৬৫	০	১	১	

১৫. অনাদায়ী চালকলের পাওনা আদায়	সারাদেশে অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায়ের তথ্য নিম্নরূপঃ	সারাদেশে অনাদায়ী চালকলের নিকট থেকে সরকারি পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর।

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	অনাদায়ী চালকলের সংখ্যা	দায়েরকৃত মানিস্যুট মামলায় সরকারী পাওনা টাকার পরিমাণ	বর্তমান মাসে আদায়ের পরিমাণ	মোট আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	অবশিষ্ট পাওনা টাকার পরিমাণ
১	রাজশাহী	০৫	৮০	১১০৯৯৬১৭৮.৮৩	৪০৫১৬০.০০/-	২৭২২০২৯৮.৩৭	৮৩৭৭৫৮৮০.৪৬
২	রংপুর	০৮	৯৯	৬৩৭১৫২০৩.১৯	৩৫০২০০.০০/-	২৩,৫২৯০৫০.৬৭	৪০১৮৬১৫২.৫২
৩	ঢাকা	০৮	৪০	৭৭২৮৭২২০.২৮	৩০০০০/-	৫২,৩৬১৫৫.২৭	৭২০৫১০৬৫.০১
৪	খুলনা	০৩	২৫	২৪৬৫১৫০৫.২১	০	৯৪৩৪২৫.৪০	২৩৭০৮০৭৯.৮১
৫	চট্টগ্রাম	০৫	১৫	৪৬৫৮৪৪৫২.১৯	০	৭৫৮৬৪০.০২	৪৫৮২৫৮১২.১৭
৬	সিলেট	০২	০৫	২০৫৪৮০০.২২	০	৬৭৪৫০৮.৩০	১৩৮০২৯১.৯২
৭	বরিশাল	০১	০১	১০৯৮২৩৭.৫৭	০	০	১০৯৮২৩৭.৫৭
মোট		৩২	২৬৫	৩২৬৩৮৭৫৯৭.৪৯	৭৮,৫৩,৬০/-	৫৮৩৬২০৭৮.০৩	২৬৮০২৫৫১৯.৪৬

১৬. পেন্ডিং বিষয় নিষ্পত্তিকরণ	সভায় আলোচনা হয় যে, সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের মধ্যে পেন্ডিং বিষয় অর্থাৎ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় দীর্ঘদিন তথা ০১(এক) মাসের অধিককাল অনিষ্পন্ন বিষয়াদি নির্ধারিত 'ছক' এ তালিকা প্রেরণ করার সিদ্ধান্তের আলোকে খাদ্য অধিদপ্তর হতে নিম্নোক্ত তথ্য প্রেরণ করা হয়েছেঃ (ক) মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার নিকট প্রেরিত বিষয়ঃ	(১) আগামী সভার পূর্বে নির্ধারিত 'ছক' পেন্ডিং তালিকা প্রেরণ করতে হবে (২) পরবর্তী সভায় পেন্ডিং বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।	খাদ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং মন্ত্রণালয়ের সকল অধিশাখা/ শাখা

ক্রঃনং	যে শাখা হতে প্রেরিত	যে দপ্তর/ সংস্থার নিকট প্রেরণ	বিষয়	যে তারিখে প্রেরণ	তারিখসহ কেন এবং কোথায় স্থগিত	গৃহীত কার্য ব্যবস্থা	মন্তব্য

	(খ) বিভিন্ন ব্যক্তি/ সংস্থার নিকট হতে মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত অনিষ্পন্ন চিঠিপত্রঃ পরবর্তী সভায় পেন্ডিং বিষয় আলোচনা করা হবে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন।		

ক্রঃ নং	যে দপ্তর/ সংস্থার থেকে প্রেরিত	পত্র প্রেরণের তারিখ	বিবরণ	মন্তব্য

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(এ. এম. বদরুদ্দোজা)
সচিব